অসংখ্য বাংলা প্রবাদে অর্থনৈতিক সমস্যার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সমাজে যারা শস্য উৎপাদন করে, তারা খেতে পায় না, প্রবাদ তাই বলে—'কেউ মারে মশা, কেউ খায় শসা'; কিংবা 'কেউ মরে বিল ছিঁচে, কেউ খায় কই।' একটি প্রবাদে বাংলাদেশর রাজনৈতিক সমস্যার চিত্র জীবন্ত হয়ে আছে, প্রবাদটি হলো—

জিয়া কেটেছে খাল,
এরশাদ বুনেছে জাল।

রাম পৌরাণিক চরিত্র। সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি রোধে প্রশাসন যখন ব্যর্থ হয়, তখন প্রবাদ বলে—'রাম রাজত্বে বাস করছি।' কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন রাঘব রায়। রাঘব রায়কে নিয়ে একটি প্রবাদ রচিত হয়েছে, প্রবাদটি হলো—'রাঘব রায়ের কাল'। এটি ঐতিহাসিক প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বাংলার ফল-মূল, গাছ-পালা, পশু-পাখি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয়কে নিয়ে অসংখ্য প্রবাদ রচিত হয়েছে। যেমন—একটি প্রবাদে রুইমাছ ও পুঁইশাকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়েছে—'মাছের মধ্যে রুই, শাকের মধ্যে পুঁই' কিংবা অন্য একটি প্রবাদে আম ও গঙ্গাজলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়েছে—'ফলের মধ্যে আম্রফল, জলের মধ্যে গঙ্গাজল' অথবা একটি প্রবাদে কাঁঠাল খাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের কথা বলা হয়েছে—'কাঁঠাল খেয়ে লাগল আঠা, তেল দিয়ে ঘুচাও লেঠা।' এরকম অসংখ্য প্রবাদ বাংলার লোকায়ত সমাজে প্রচলিত। প্রবাদগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোচনা করা হলেও অধিকাংশ প্রবাদগুলির লক্ষ্য মানব চরিত্রের সমালোচনা।

১.৫. ধাঁধা (Riddle)

লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা হলো ধাঁধা। ইংরেজিতে ধাঁধাকে বলা হয় 'Riddle'। সংস্কৃত 'দ্বন্দ্ব' থেকে 'ধাঁধা' শব্দের উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন। বিভিন্ন প্রদেশে ধাঁধা ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচলিত; যেমন—বিহারে—'বাহা'; গুজরাটে— 'উখানো'; ভূপালে—'ভুলভুলাইয়া'; চট্টগ্রামে—'দস্তান'; ময়মনসিংহ-এ 'ঠল্লক'; সিলেটে— 'দিঠান'; কুমিল্লায়—'শিলুক' ইত্যাদি।

ধাঁধার সংজ্ঞায় বলা যায়, যে বাক্যে, একটি মাত্র ভাব বা বিষয়কে রূপকের দ্বারা প্রশ্নের আকারে প্রকাশ করা হয়, তাকে এককথায় ধাঁধা বলা যেতে পারে। ধাঁধার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, যথা—১. ধাঁধা রূপকাশ্রিত। ২. ধাঁধা প্রশ্ন-উত্তর মূলক; এক পক্ষ প্রশ্ন করে অপরপক্ষ উত্তর দেয়। ৩. ধাঁধা বুদ্ধিদীপ্ত। ৪. ধাঁধা মূলত ঐতিহ্যমূলক (traditional); সেজন্য ধাঁধার একটি সর্বজনবিদিত ও সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর থাকে। ৫. ধাঁধার মধ্যে স্রষ্টার সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ৬. ধাঁধা রসের সামগ্রী। ধাঁধা বেশ আনন্দদায়ক। ৭. ধাঁধার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্ততা। ৮. ধাঁধার মধ্যে লোকশিক্ষামূলক ভাবনা বর্তমান। ৯. ধাঁধা যৌথভাবে উপভোগ্য। ১০. ধাঁধা লোকসাহিত্যের স্তর অতিক্রম করে শিষ্ট সাহিত্যের মধ্যেও স্থান করে নিয়েছে।

বিষয়বস্তু অনুসারে ধাঁধাকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে,[১৫] যথা—

এক. নরনারী ও দেবদেবী বিষয়ক
দুই. প্রকৃতি বিষয়ক

তিন. গার্হস্থ্যজীবন বিষয়ক
চার. পশুপাখি ও কীটপতঙ্গ বিষয়ক
পাঁচ. বাদ্যযন্ত্র বিষয়ক
ছয়. কাহিনিমূলক
সাত. গাণিতিক বা সংখ্যামূলক
আট. বিবিধ বিষয়ক

এক. নরনারী সম্পর্কিত একটি ধাঁধায় মানুষের শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্যের অবস্থাকে প্রশ্নের আকারে তুলে ধরা হয়েছে—

'সকালে কে চারি পায়ে হাঁটে?
দ্বিপ্রহরে দুই পায়ে হাঁটে?
সন্ধ্যায় তিন পায়ে হাঁটে?

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে নিয়ে একটি ধাঁধা রচিত হয়েছে—

'সোনার বরণ দেহ তার তরুণ সন্ন্যাসী,
লোকজন সঙ্গে নিয়ে হইল উদাসী।'

দুই. প্রকৃতি নিয়ে অসংখ্য ধাঁধা রচিত হয়েছে, যেমন—ডাব বা নারিকেল নিয়ে রচিত একটি ধাঁধা হলো—'মাঠে ঘাটে জল নেই, গাছের মাথায় জল' কিংবা পাকালঙ্কা নিয়ে রচিত ধাঁধা হলো—'একটুখানি গাছে/রাঙা বৌটি নাচে।'

তিন. গার্হস্থ্য বিষয়ক অসংখ্য ধাঁধা রচিত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে মশারি অন্যতম। মশারি নিয়ে রচিত একটি ধাঁধা হলো—'ঘরের মধ্যে ঘর,/তার মধ্যে পরমেশ্বর।'

চার. পশুপাখি কীটপতঙ্গ সংক্রান্ত অসংখ্য ধাঁধা প্রচলিত। সারমেয় ধাঁধার বিষয় হয়ে উঠেছে। ধাঁধাটি হলো—'ছাই ভিন্ন শোয় না,/লাথি ভিন্ন ওঠে না।' ধাঁধাটি মানুষের স্বভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয়। কিংবা জোনাকি নিয়ে রচিত একটি ধাঁধা হলো—'জঙ্গল দিয়া উড়িয়া চলে/পিছ্ দিয়া আগুন জ্বলে।'

পাঁচ. বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নানারকম ধাঁধা রচিত হয়েছে। বাউল গানে ব্যবহৃত হয় একতারা। একটি ধাঁধায় একতারা সম্পর্কে বলা হয়েছে—'চার অক্ষরে হয় এক সাধারণ বাদ্যযন্ত্র/প্রথম দুই অক্ষরে সংখ্যা, শেষ দুয়ে নক্ষত্র।'

ছয়. একটি কাহিনি বা আখ্যানমূলক ধাঁধা হলো—

'মা একটিপে মন বাছছে
বাবা আকাশের তারা বোজাচ্ছে
দিদি এক্‌কে দুই করছে
আমি মরা খেয়ে এসেছি
গিয়ে জ্যান্ত খাবো।'